SARODIYA

Where HUMANITY is the last word

শারদীয়া

মানবতাই যেখানে শেষ কথা

বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে, মানবতার উদ্দেশ্যে সমাজের পিছিয়ে পড়া, অবহেলিত মানুষদের পাশে থেকে কাজ করে চলেছে ''শারদীয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট''। এই দীর্ঘ পথ চলায় শারদীয়া'র মূল লক্ষ্য ছিল সমাজের সর্বস্তরের পিছিয়ে পড়া ও মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ গুলোর পাশে থাকা। এমন বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত রয়েছে ''শারদীয়া'', যে প্রতিষ্ঠান গুলি এই সমস্ত মানুষগুলোর আশ্রয়স্থল।

''শারদীয়া''-র জন্মের সঙ্গে শারদোৎসবের নিবিড় যোগ রয়েছে। প্রায় এক দশক আগের এক দুর্গাপুজোতেই জন্ম নেয় ''শারদীয়া'', যেখানে মনে প্রাণে বিশ্বাস করা হয় ''মানবতাই শেষ কথা''।

৩০ জনের একটি পরিচালক মন্ডলী, ১০০ জনেরও বেশি দৈনন্দিন কাজের সাথে যুক্ত সমাজসেবক এবং বিভিন্ন সমাজ মাধ্যমে বর্তমানে প্রায় ৬ হাজারেরও বেশি সদস্য নিয়ে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল সহ পার্শ্ববর্তী রাজ্যেও কাজ করে চলেছে ''শারদীয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট''। এই সকল সদস্যদের মিলিত প্রচেষ্টায় আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষ গুলো যাতে সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে কিছুটা হলেও তাল মিলিয়ে চলতে পারে, তার জন্য সারা বছর বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অন্ন, বস্ত্র সর্বোপরী সমাজে বাঁচতে গেলে যতটুকু প্রয়োজন সেই জোগানে বরাবর উদ্যোগী ''শারদীয়া''। সমাজের অবহেলিত মানুষগুলোর চাহিদা অনুযায়ী তাদের প্রয়োজনার্থে বিভিন্ন রকম প্রকল্পের রূপায়ণের মাধ্যমে ''শারদীয়া'' সখ্যতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

আনন্দধারা

দুর্গাপুজোর যে আনন্দ, তার সঙ্গে নতুন জামা পাওয়ার অনুভূতি অন্য রকম। কিন্তু সমাজের সকলের সেই আনন্দ উপভোগ করার সামর্থ্য থাকে না। এই কথাকে মাথায় রেখেই পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোর আনন্দে সামিল হওয়ার স্বার্থে ''আনন্দধারা'' কর্মসূচির মাধ্যমে প্রত্যেক বছর পুজোয় নতুন জামা কাপড় প্রদান করা হয়ে থাকে। চাহিদা অনুযায়ী পুজোর পাশাপাশি বছরের অন্যান্য সময়েও বহাল রাখা হয় এই প্রকল্পের কাজ। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বার্ষিক প্রায় দু'হাজার মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে সক্ষম হয় ''শারদীয়া''।

অন্নদামঙ্গল

বেঁচে থাকার জন্য প্রধান উপাদানের মধ্যে একটি হলো খাদ্য। কিন্তু সমাজের সকল স্তরে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যসংস্থান নেই। ''অন্নদামঙ্গল'' প্রকল্পের মাধ্যমে ''শারদীয়া'' কিছু সুন্দর মনের সহানুভূতিশীল মানুষদের একত্রিত করেছে, যারা নিজেদের বিশেষ দিনগুলির আনন্দ ভাগ করে নেয় এই খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় চিন্তিত মানুষগুলোর সঙ্গে। যার মাধ্যমে পুষ্টিকর স্বাস্থ্যসম্পন্ন খাদ্য দ্রব্য প্রদান করে অসহায় মানুষ গুলোর মৌলিক পুষ্টি পূরণ করার সর্বতোভাবে চেষ্টা করে থাকে ''শারদীয়া''।

বিদ্যারত্ন

অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার পথে যেন কোনো বাধা না আসে, সেই লক্ষ্যেই ''বিদ্যারত্ন'' প্রকল্প চালু করেছে শারদীয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট। এই প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বার্ষিক স্কলারশিপ প্রদান করা হয়, যা তাদের শিক্ষাজীবনে আর্থিক সহায়তা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী অনুসারে, সত্যিকারের মানবসেবা সম্ভব কেবল সামাজিক উন্নতির মাধ্যমে। তাঁর এই মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই শারদীয়া শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে এই স্কলারশিপ প্রদান করে। শুধুমাত্র আর্থিক সহায়তাই নয়, শারদীয়া অসচ্ছল ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষাসামগ্রী প্রদান করেও তাদের পাশে থাকার অঙ্গীকার বজায় রাখে। আমরা বিশ্বাস করি, শিক্ষা হলো উন্নতির সোপান, আর এই উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সম্ভাবনাকে আরও উজ্জ্বল করে তুলতে পারব।

নৈবেদ্য

সমাজের প্রত্যেককে এক সূত্রে বেঁধে চলার মধ্যে রয়েছে এক অন্যরকম ভালো লাগা। সেই প্রচেষ্টারই উদ্দেশ্য স্বরূপ ''শারদীয়া'' তার এক অভিনব ভাবনার উদ্ভাবন করেছে, যার নাম ''নৈবেদ্য''। আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোকে রেশন প্রদানের মাধ্যমে অন্নসংস্থানের দায়িত্বভার গ্রহণ করাই হলো ''নৈবেদ্য''- র মূল লক্ষ্য।

রক্তদান

''একের রক্ত অন্যের জীবন, রক্তই হোক আত্মার বন্ধন।'' রক্তের অভাব কোন জীবনকে যাতে কেড়ে নিতে না পারে এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে ''শারদীয়া'', ''রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান''-র সহযোগিতায় বছরে দু'বার আয়োজন করে ''রক্তদান'' অনুষ্ঠানের। প্রথমটি হয় গ্রীষ্মকালে ও দ্বিতীয়টি হয় কালীপুজোর আগে। বছরে এই দুবার আনুষ্ঠানিক ভাবে রক্তদান ছাড়াও সারাবছরই মুমূর্ষু রোগীদের জন্য প্রায় ১০০ ইউনিটের বেশি রক্তদানে উদ্যোগী হয়ে থাকে ''শারদীয়া''।

ইচ্ছেডানা

প্রত্যেকটি শিশুর মধ্যে কিছু না কিছু প্রতিভা লুকিয়ে থাকে। তবে বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতার কারণে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রতিভা অনেক সময় চাপা পড়ে যায়। এই ভাবনার বাস্তবায়নই হলো ''ইচ্ছেডানা'' প্রকল্প। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য দক্ষ প্রশিক্ষকের দ্বারা বিভিন্ন ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়, যেখানে তারা অঙ্কন, হাতের কাজ ইত্যাদি শিল্পকলা শিখে নিজেদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পায়। ইচ্ছেডানা প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো, এসব শিশুকে তাদের ইচ্ছেগুলোর ডানা মেলার সুযোগ প্রদান করা, যাতে তারা তাদের সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগিয়ে জীবনের পথে এগিয়ে যেতে পারে।

কম্বল ও শীত বস্ত্র প্রদান

শীতকালে জীবন যাপনের অন্যতম মৌলিক রসদ হলো শীতবস্ত্র ও কম্বল। শীতকালীন প্রবল ঠান্ডায় যাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই এবং যারা শীতের তীব্রতা সহ্য করতে কষ্ট পাচ্ছেন, তাদের জন্য শীতের হাত থেকে কিছুটা রেহাই দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ''শারদীয়া'' বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রতিবছর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা এবং অন্যান্য রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ''কম্বল ও শীতবস্ত্র প্রদান'' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে শারদীয়া শীতকালীন দুর্বিসহ পরিস্থিতিতে গরিব, পথশিশু এবং আশ্রয়হীনদের সহায়তা পৌঁছে দেয়, যা তাদের জীবনে কিছুটা সচ্ছলতা এবং উষ্ণতার অনুভূতি এনে দেয়। প্রতি বছর এই উদ্যোগের আওতায় শারদীয়া প্রায় ৭০০-৮০০ মানুষকে নতুন কম্বল বিতরণ করে, যাতে তারা শীতের প্রকোপ থেকে কিছুটা রক্ষা পায়। এই উদ্যোগটি ''শারদীয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট''-এর মানবিক দায়বদ্ধতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রতি সহানুভূতি এবং ভালোবাসার প্রতিফলন।

এছাড়াও, সারাবছর ধরে ''শারদীয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট'' বিভিন্ন ছোট-বড় কর্মসূচির মাধ্যমে মানবিক দায়বদ্ধতা ও সেবার বার্তা ছড়িয়ে থাকে।

জাতীয় যুব দিবস

''জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'' স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শারদীয়া প্রতি বছর বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, যেখানে তাঁর আদর্শ ও দর্শনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। শিক্ষা, মানবতা ও ঐক্য;এই তিনটি মূলনীতি এই দিনের প্রেরণা স্বরূপ। এই দিনটিকে কেন্দ্র করে শারদীয়া ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নানা শিক্ষামূলক কর্মসূচির আয়োজন করে, যাতে তারা স্বামীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের ও সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। শারদীয়া-র এই উদ্যোগ স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন ও মানবিকতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার প্রতিফলন, যা সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

উইন্টার কার্নিভাল

শীতের আমেজে নতুন বছরের আনন্দকে একত্রিত করে ''শারদীয়া'' প্রতি বছর আয়োজন করে তাদের বিশেষ ''উইন্টার কার্নিভাল''। কলকাতার ফুটপাত, বিভিন্ন অনাথ আশ্রম এবং প্রত্যন্ত গ্রামের শিশুদের নিয়ে উদযাপিত এই কার্নিভালে শিশুদের জন্য থাকে খাওয়া-দাওয়া, খেলাধুলা, বিনোদন এবং উপহারের বিশেষ ব্যবস্থা। শুধু তাই নয়, এই শিশুদের পরিবারগুলোকেও কার্নিভালে অংশগ্রহণ করিয়ে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী। মানবিকতার এমন উষ্ণ ছোঁয়ায় ''শারদীয়া'' শীতকালকে আনন্দময় ও স্মরণীয় করে তোলে।

ভাষা দিবস

ভাষা দিবসের তাৎপর্য উদযাপনে প্রতি বছরই এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে ‘‘শারদীয়া’’। তারা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রচুর বাংলা পুস্তক বিতরণ করে ভাষার প্রতি ভালোবাসা জাগ্রত করার উদ্যোগ নেয়। ‘‘শারদীয়া’’ বিগত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন অনাথ আশ্রম ও বৃদ্ধাশ্রমে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টায় নিবেদিত থেকেছে। ভাষা ও জ্ঞানের প্রসারে ‘‘শারদীয়া’’- র এই উদ্যোগ সমাজে এক অনুকরণীয় উদাহরণ হয়ে উঠেছে।

ফুলদোল

‘‘চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে।’’ এই ভাবনা থেকেই কলকাতায় দোল উৎসবের এক অনন্য রূপ দিয়েছে ‘‘শারদীয়া’’। দৃষ্টিহীন শিশুদের জীবনে রঙের অভিজ্ঞতা এনে দেওয়ার লক্ষ্যে তারা উদযাপন করে বিশেষ এক দোল উৎসব, যা পরিচিত ‘‘ফুলদোল’’ নামে। রঙের পরিবর্তে ফুলের পাপড়ি, গন্ধ ও স্পর্শের মাধ্যমে এই শিশুদের মনে আনন্দের রং ছড়িয়ে দেওয়া হয়। গন্ধ ও অনুভূতির সংমিশ্রণে তৈরি হয় এক অনন্য দোল উৎসবের পরিবেশ। ‘‘শারদীয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট’’-এর সদস্যরা এই উৎসবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তাদের আন্তরিক উদ্যোগের সঙ্গে যোগ দেন বহু মানুষ, যারা এই হৃদয়স্পর্শী মুহূর্তগুলোকে লেন্সবন্দী করে রাখতে ভিড় জমান। দৃষ্টিহীন শিশুদের জন্য এমন সৃষ্টিশীল এবং মানবিক উদ্যোগ সমাজে সত্যিই এক প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

নারীদের শুধুমাত্র অর্ধেক নয়, ডানা মেলার জন্য পূর্ণ আকাশের অধিকার থাকা উচিত। আন্তর্জাতিক নারী দিবস এমন একটি দিন, যা নারী সুরক্ষা, স্বাবলম্বন এবং সচেতনতার গুরুত্বকে তুলে ধরে। এই দিনটি নারীর ক্ষমতায়ন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাদের সমান অধিকার নিশ্চিত করার অঙ্গীকারের মাধ্যমে উদযাপন করা হয়।

বৈশাখী আনন্দ

বাংলা নববর্ষের ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়ে, শারদীয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট প্রতি বছর বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের নাচ, গান ও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিয়ে নববর্ষকে আনন্দ ও উৎসাহের সাথে বরণ করে।

স্বাধীনতা দিবস

অনাথ ও সমাজের পিছিয়ে পড়া শিশুদের জন্য শারদীয়া প্রতি বছর গর্বের সাথে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করে। বিভিন্ন রকমের হাতের কাজ, অঙ্কন শিবির ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিশুদের সৃজনশীলতা বিকাশের সুযোগ দেওয়া হয়। একই সঙ্গে, শারদীয়া তাদের সামনে মহান স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা গভীরভাবে তুলে ধরে, যাতে তারা দেশের ইতিহাস ও স্বাধীনতার মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে।

রাখি বন্ধন

দৃষ্টিহীন ভাইবোনেরা একে অপরের হাতে রাখি বেঁধে শুধুমাত্র এক আনুষ্ঠানিকতা পালন করে না, বরং তারা এক দৃঢ় মানবিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ভ্রাতৃত্ব, স্নেহ ও ভালোবাসার অনুভূতি নিয়ে তারা ‘‘শারদীয়া’’-র সঙ্গে রাখি বন্ধন উৎসব উদযাপন করে, যেখানে সম্পর্কের দৃঢ়তা ও মানবিকতার সৌন্দর্য আরও গভীর হয়।

ভাতৃদ্বিতীয়া

কলকাতার রাজপথে বসবাসকারী পরিবারের ছোট ছোট দিদি ও বোনেরা পরম স্নেহ ও ভালোবাসায় তাদের দাদা ও ভাইদের কপালে চুয়া চন্দনের ফোঁটা এঁকে দিয়ে মঙ্গল কামনা করে। এই বিশেষ দিনে ভাই-বোনদের জন্য সুস্বাদু খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়, পাশাপাশি উপহার হিসেবে দেওয়া হয় নতুন জামা-কাপড়। এভাবেই ‘‘শারদীয়া’’ ভ্রাতৃত্ব ও স্নেহের এই অনন্য বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে, যাতে ভাতৃদ্বিতীয়া উৎসবের আনন্দ সবার হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

বড়দিন

সান্তাক্লজ মানেই উপহার, আর সেই ভাবনাকে হৃদয়ে ধারণ করেই ‘‘শারদীয়া’’ প্রতি বছর ২৫শে ডিসেম্বর অসহায় ও দরিদ্র মানুষদের জন্য সাধ্য অনুযায়ী প্রয়োজনীয় খাদ্য, পোশাক ও অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ করে। পাশাপাশি, বড়দিনের ঐতিহ্যশালী কেক তুলে দিয়ে তাদের মাঝে ভালোবাসা, সহানুভূতি ও আশার বার্তা পৌঁছে দেয়। উৎসবের আনন্দ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে‘‘শারদীয়া’’ বড়দিনকে সত্যিকারের আনন্দময় ও অর্থবহ করে তোলে।

সকল সদস্য এবং তাদের পরিবারের প্রিয়জন ও পরিজনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়, কোনো বিদেশি বা বহুজাতিক সংস্থার বিনিয়োগ ছাড়াই, শুধুমাত্র এই সদস্যদের একত্রিত প্রচেষ্টা, সহযোগিতা এবং অনুদানে গর্বের সাথে ‘‘শারদীয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট’’ বিগত একযুগেরও বেশি সময় ধরে এই মহৎ উদ্যোগের অর্থভার বহন করে চলেছে। এই দীর্ঘ সময়ে, নিজেদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও ভালোবাসার মাধ্যমে, ট্রাস্টটি নানা সামাজিক কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে এবং সেইসাথে প্রয়োজনীয় মানুষদের জন্য সহায়তা পৌঁছে দিয়েছে।

মানবিকতার খবর

SARODIYA CHARITABLE TRUST

EDUCATION HEALTH WOMEN & CHILD DEVLOPMENT SOCIAL WORK

Bank details for online transfer :

A/C Name: SARODIYA, Bandhan Bank,
Gariahat Branch, Kolkata. IFS Code – BDBL0001346
Account No – 50220034483417

A/C Name: SARODIYA, Kotak Mahindra Bank,
H. B. Sarani Branch, Kolkata. IFS Code - KKBK0006570
Account No – 1012280398

Paytm Google Pay PhonePe UPI
 # 8013571298

**** Cash is also accepted***

- All donations are tax exempted under section 12A & 80G of the income tax act 1961

8013571298 / 9903345753 sarodiyaa@gmail.com | Follow us :